ভোরের কাগজ

MAY 12 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪......

'রাজনীতিমুক্ত' খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ঢালাও দলীয়করণের শিকার

এস এম হাবিব, খুলনা থেকে : বিএনপি-জামাতের নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজনীতিমুক্ত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ঢালাওভাবে দলীয়করণের কবলে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ক্রয় ও বিজ্ঞাপন প্রদানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলীয়করণের ব্যাপক অভিযোগ উঠেছে। অফিসারদের সংগঠন থাকা সত্ত্বেও বিএনপি ও জামাতপন্থী অফিসারদের নিয়ে আরো একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র এসব ঘটনায় এখন চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, অতীতের সকল নিয়মনীতি উপেক্ষা করে ও ডিসিপ্লিন প্রধানদের কোনো মতামত না নিয়ে কম্পিউটার সায়েন্স, অ্যাগ্রোটেকনোলজি ও অর্থনীতিসহ ৫টি ডিসিপ্লিনে সম্প্রতি ৫ জন শিক্ষককে অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নিজ ক্ষমতা বলে উপাচার্য এই নিয়োগ দিয়েছেন। ছাত্রজীবনে দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা ও দলের প্রভাবশালীদের তদবিরে শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে অ্যাডহক ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ বির[illegible] করছে।

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম

'রাজনীতিমুক্ত' খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

● শেষের পাতার পর

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত অভিজ্ঞ অধ্যাপকরা আসতে চান না। দুচারজন যারা রয়েছেন তারা এখন কোণঠাসা অবস্থায় আছেন। সরকার সমর্থক পরিচয়দানকারী শিক্ষকদের একটি গোষ্ঠি এখন সব কিছু নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। এসকল কারণে স্বনামধন্য অধ্যাপক ও জীববিজ্ঞান বিভাগের ডীন ড. মোঃ রহমতউল্লাহ্ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি প্রায় দুদশক আমেরিকায় থাকার পর দেশে ফিরে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন।

মাত্র কয়েক মাস আগে সাবেক উপাচার্য জাফর রেজা খান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হলের উদ্বোধন করেন। কিন্তু তার উদ্বোধনী নাম ফলক সরিয়ে ফেলে কয়েক দিন আগে শিক্ষামন্ত্রীকে এনে সেই হল পুনরায় উদ্বোধন করা হয়েছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসারদের সংগঠন 'অফিসার কল্যাণ পরিষদ থাকার পরও চারদলীয় ঐক্যজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরিষদের সদস্য কতিপয় কর্মকর্তার উদ্যোগে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার ফোরাম' নামে একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী অফিসারই এই ফোরামের সদস্য অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন। এ ব্যাপারে ফোরামের সভাপতি রেজিস্ট্রার আমির আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি টেলিফোনে ভোরের কাগজকে জানান, ফোরাম গঠন করা হলেও কোনো তৎপরতা এখনও শুরু হয়নি। কোনো দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই সংগঠন গঠন করা হয়নি বলে তিনি দাবি করেন। তবে অভিযোগ রয়েছে বিএনপি-জামাতপন্থীদের নিয়ে এই সংগঠন করা হচ্ছে। সংগঠনের সদস্যসংখ্যা বর্তমানে ৪২ জন।

ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগে নিরপেক্ষ প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিকমনা জাতীয় সংবাদপত্রগুলো রাখা বন্ধ করে সরকার সমর্থক পত্রিকাগুলো রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞাপন বন্টনের ক্ষেত্রেও একই চিত্র। বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে সরকারি দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের কয়েকজনকে সম্প্রতি প্রশাসনে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আরো কয়েকজন এখন পাইপলাইনে রয়েছে।

এ সকল অভিযোগ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানান, শিক্ষক নিয়োগসহ কোনো ব্যাপারে অনিয়ম হয়নি। ছাত্রদের দাবির মুখে পুনরায় হল উদ্বোধন করা হয়েছে।

এদিকে খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি এড. মঞ্জুরুল ইমাম, সাধারণ সম্পাদক সাবেক ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী তালুকদার আব্দুল খালেক এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফসল খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শান্তিপূর্ণ নির্দলীয় নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হবে এটাই সকলের কাম্য। কিন্তু সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য প্রফেসর ড. আঃ কাদের ভুইয়া, ট্রেজারার মাজহারুল হান্নানের কুপরামর্শে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ ও বদলি, জাতীয় পত্রিকা ক্রয়, দায়িত্ব বন্টন; অতিথি নির্বাচন, শিক্ষক সমিতি ও কর্মকর্তা-কর্মচারী সংগঠনসহ সকল ক্ষেত্রে ঢালাওভাবে দলীয়করণ এবং কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করায় গভীর উদ্বেগ, তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ঢালাও দলীয়করণ বন্ধ করে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম অক্ষুন্ন রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।